জীবন থেকে নেয়া

সৈয়দ মামুনুর রশীদ

কেস স্টাডি-১

সফল স্বাপ্নিক নুরুল আফছার

মানুষ মাত্রই স্বপ্ন দেখে। ছোট আর বড় প্রায় প্রত্যেকে স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে। মনের গোপন কুঠিরে নিত্য তার আনা-গোনা। স্বপ্ন তো সবাই দেখে, কিন্তু পূরণ হয় কত জনের? প্রাজ্ঞজনরা বলেন, স্বপ্ন পূরণে নাকি সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন দৃঢ় ইচ্ছা শক্তি আর কঠোর পরিশ্রম এবং এসবই তাকে নিয়ে যায় উন্নতির শীর্ষে।

এই কেস স্টাডির কেন্দ্রীয় চরিত্র নুরুল আফছার এমনই একজন সফল স্বাপ্নিক মানুষ। নগরীর ১০ নং ধনা মিয়া সওদাগর লেইনের বাসিন্দা নুরুল আফছারের বাবা মিস্ত্রীর কাজ করে কোন মতে সংসার চালাতেন। বাবার সীমিত রোজগার এবং সংসারের অভাব অনটনের মধ্যেই কেটে যায় তার ছেলে বেলা। উচ্চ শিক্ষিত হওয়ার স্বপ্ন থাকলেও বাবার সীমিত রোজগারের কারণেই বেশী লেখা পড়া হয়ে উঠে নি। আর তাই আর্থিক অসচ্ছলতার কারণেই তার উচ্চ শিক্ষিত হওয়ার স্বপ্ন বাধা প্রাপ্ত হয়।

উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করতে না করতেই আফছারের বাবা চির বিদায় নেন। আর বাবা চলে যাওয়ার পর থেকেই সংসার চালানোর দায়িত্ব এসে বর্তায় নুরুল আফছারের কাঁধে। দু'ভাই দু'বোনের মধ্যে আফছারই সবার বড়। সংসারের ভরণ-পোষণ যোগাতে তিনি চাকরি নেন সদরঘাট রোডস্থ একটি কসমেটিকস দোকানে। চাকরি করে সামান্য যা আয় করেন তা দিয়েই কোন মতে সংসার চলে। এদিকে, ছোট ভাই-বোনের পড়ার খরচও তাকে যোগান দিতে হয় চাকরির এই টাকা থেকে। কেমন করে সব সামাল দেবেন তা নিয়ে হিমশিম খেতে হয় তাকে। এমনই পরিস্থিতিতে ভাগ্য পরিবর্তনের একটা সুযোগ আসে তার জীবনে।

প্রায় দুই বছর চাকুরী করার পর একদিন আফছার জানতে পারলেন যে, মালিক দোকান বন্ধ করে দেবেন। আর তখনই হৃদয়ের গহীনে লুকিয়ে থাকা সেই স্বপ্ন যেন মোছড় দিয়ে উঠে। যে স্বপ্নটা এত দিন মনের আঙ্গিনায় লুকিয়ে ছিলো তা যেন পূরণ হওয়ার পথেই। কিন্তু দোকান নিতে যে টাকার প্রয়োজন তা কোথায় পাবেন আফসার? যদিও নুরুল আফছার ঘাসফুল সমিতির ৯ নং ক্লাস্টারের সদস্য। আর সেই সুবাদে বুকে সাহস রেখে নেমে পড়েন তার কাঙ্খিত লক্ষ্য পূরণে।

দোকান নেয়ার স্বপ্নে বিভোর নুরুল আফছার ঘাসফুলের কাছে ৫০ হাজার টাকা ঋণের আবেদন করেন। ঘাসফুল তা যাচাই বাছাই করে তাকে ঋণ দিতে সম্মত হয়। ঘাসফুল থেকে ঋণের টাকা এবং বাকি টাকা বন্ধু-বান্ধব থেকে সংগ্রহ করে দোকান নেন আফছার। এরপর তাকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয় নি। কিস্তির টাকা সময় মতো পরিশোধ করে দোকানে পুঁজি বাড়ানোর জন্য ২য় দফায় আরো ৫০ হাজার টাকা ঋণ নেন। এই টাকা দিয়ে তিনি দোকানে কসমেটিকসের পাশাপাশি ক্যাসেটের দোকান দেন। তার কসমেটিকস দোকান এবং ক্যাসেট দোকান এক সাথে ভালোই চলে। দুই বছরের পরিশ্রমের ফসল এখন যেন ফসলের মাঠে অগ্রহায়নের সোনালী ধানের শীষ।

আফছারের স্বপ্ন আজ পূরণ হয়েছে। আগে যে দোকানে চাকরি করতেন আজ তিনি সেই দোকানেরই মালিক। যাবতীয় অভাব অনটন দূর হয়ে আজ সংসারে ফিরে এসেছে স্বচ্ছলতা। কিস্তির সব টাকা পরিশোধ করে উপরন্তু সঞ্চয় হয়েছে তার। নুরুল আফছারের সংসার আজ তার মা-বাবা, ভাই-বোন নিয়ে পরিপূর্ণ। দোকান করে অবসর সময়টুকু ফুটবলের পেছনে ব্যয়

করেন। নুরুল আফছার ভাল একজন ফুটবল খেলোয়ার এবং পূর্ব মাদারবাড়ী খেলোয়ার সমিতির ক্রীড়া সম্পাদক।

আফছার তার দোকান নিয়ে খুবই আশাবাদী। তার মতে, 'ঘাসফুল আমার স্বপ্ন পূরণে সহায়তা করেছে। ঘাসফুলের এই উপকারটুকু না পেলে সারা জীবন হয়তো দোকানের চাকর হয়েই থাকতে হতো। আমার এই সফলতার জন্য আমি ঘাসফুলের কাছে চির কৃতজ্ঞ এবং ভবিষ্যতেও ঘাসফুলের সাথী হয়েই থাকতে চাই।'

কেস স্টাডি -২

নাজমা: কাঁথায় যিনি ফেরি করেন স্বপ্ন

কালের স্রোতে নিরন্তর ছুটে চলাই জীবন। আর এই চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ তো নয়ই, বরং জীবনের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে আমাদের পেরুতে হয় নানা চড়াই-উতরাই। মূলত: স্বপ্নই আমাদেরকে সন্মুখে চলার প্রেরণা যোগায়। আমরা সবাই স্বপ্নলোকের চাবি খুঁজে ফিরি আজীবন। বাস্তবতার নিষ্ঠুর কষাঘাতে কিংবা জীবনের নানা উত্থান-পতন মোকাবেলা করতে গিয়ে বার বার আমরা হোঁচট খাই, আমাদের স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়, তবু আমরা নতুন স্বপ্নের জাল বুনে চলি প্রতিনিয়ত। মূলত: এখানেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। কেননা, একমাত্র মানুষই পারে ধ্বংসস্তুপের সামনে দাঁড়িয়ে নতুন সৃষ্টি-সুখের উলাসে মেতে উঠার স্বপ্ন দেখতে। এমনি একজন স্বাপ্নিক মানুষ, একজন শিল্পী হলেন নাজমা বেগম যিনি সূচের সহায়তায় সূতা দিয়ে নকশী কাঁথায় তার স্বপ্নগুলোকে বুনেন। তিনি শুধু স্বপ্ন বুনেন না, বরং সেগুলোকে ছড়িয়েও দেন মানুষের মাঝে তাঁর সৃষ্ঠ কাঁথাগুলোর মাধ্যমে।

বাগেরহাটের চোমরা এলাকার মেয়ে নাজমা বেগম। তিনি একবার চট্টগ্রামের ছোটপুলে তার খালার বাসায় বেড়াতে আসেন। তখন তার বয়স মাত্র ১৬ বছর। অভাব-অনটনের মাঝে বেড়ে উঠা নাজমা চাকরী নেন গার্মেন্টস কারখানায়। কয়েক বছর পরে নাজমার বিয়ে হয় রিক্সাচালক জাহাঙ্গীর আলমের সাথে। মাত্র তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করলেও নাজমা ছিলেন বুদ্ধিমতী। সব সময় তিনি ভাবতেন কিভাবে সংসারে সচ্ছলতা আসবে। স্বামীর স্বল্প আয়ের সংসারে তিনি তার চাকুরীর টাকা দিয়ে নিয়মিত সহযোগিতা করে আসছিলেন। বিয়ের বছর খানেকের মধ্যে নাজমার কোল আলো করে আসে ছেলে আবু বক্কর। ছেলেকে লালন-পালনের কথা ভেবে গার্মেন্টেসের চাকুরী ছেড়ে দেন নাজমা। স্বামীর স্বল্প উপার্জনে যখন সংসার চলছিল না তখন বিকল্প আয়ের চিন্তা করতে থাকেন তিনি।

ছোটপুল এলাকায় ঘাসফুলের সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের মাঠকর্মী জান্নাতুল ফেরদৌসের মাধ্যমে ১৯৯৯ সালে ১৯৬ নং সমিতির সদস্য হন নাজমা। ২০০১ সালে প্রথম দফায় ৭ হাজার টাকা ঋণ নেন তিনি। ঋণের টাকা দিয়ে স্বামীর জন্য ড্রাইভিং লাইসেন্স বানান এবং স্বামীকে কার চালানো শিখতে সহায়তা করেন। তারপর ক্রমান্বয়ে ১০ হাজার, ১৫ হাজার, এবং ২০ হাজার টাকা ঋণ নেন। ঋণের টাকা দিয়ে নাজমার নিজ গ্রাম চোমরায় মোট ৬০ হাজার টাকার জায়গা কিনেন নাজমা।

নাজমা ঋণের কিস্তি দেন নকশী কাঁথা সেলাই করে। প্রতিটি বড় কিংবা মাঝারি কাঁথা সেলাইয়ের জন্য নাজমা মজুরী নেন ১৫০ টাকা থেকে ৪০০ টাকা এবং ছোট কাঁথার জন্য নেন ৫০ থেকে ৬০ টাকা। ক্রেতাদের চাহিদা অনুসারে ফুল, পাখি, নকশা ইত্যাদি সূচের

আঁচড়ে কাঁথায় বুনেন নাজমা। কখনো কখনো কাঁথায় ফুটে উঠে তার নিজস্ব চিন্তা-চেতনা। ক্রেতারা কাঁথা সেলাইয়ের প্রয়োজনীয় উপকরণ শাড়ী, সূচ, সূতা ইত্যাদি দিয়ে যায় নাজমাকে। কাঁথায় অন্যের এবং নিজের স্বপ্ন বুনে বুনে নাজমা তার স্বপ্নগুলোকে বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে চলেছেন। যখন কথা হচ্ছিল নাজমার সাথে তার দু'চোখে চিক চিক করছিল সুন্দর আগামীর স্বপ্ন, চোখে মুখে ছিল প্রচন্ড আত্মবিশ্বাসের ছাপ। তার ছেলে আবু বক্কর স্থানীয় আলহাজ্ব সুফিয়া খাতুন উচ্চ বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীর ছাত্র। মেয়ে আয়েশা আক্তারের বয়স ২ বছর। নাজমা ঘাসফুল থেকে পুণরায় ঋণ নিয়ে গ্রামের বাড়ীতে ঘর তুলতে চান। তিনি বলেছেন, ঘাসফুল যদি সহযোগিতা করে তাহলে তিনি বাণিজ্যিকভাবে এই কাঁথাগুলো বাজারজাত করবেন।

নাজমার আজ নিজের জায়গা হয়েছে, বাড়ী হবে, হয়তো অন্যান্য স্বপ্নগুলোও ধীরে ধীরে পূরণ হবে। কিন্তু এ স্বপ্ন দেখা কিংবা বাস্তবায়নে ঘাসফুলের অবদানের কথা কি নাজমা ভুলে যাবে? নাজমা বলেছেন, *ঘাসফুলের জন্যই আজ আমার স্বামী রিক্সাচালক থেকে কার চালক। আজ আমার নিজের জায়গা হয়েছে এবং ইনশালাহ বাড়ীও হবে।* আমাদের বিশ্বাস, ঘাসফুল সমাজের অবহেলিত ঘাসফুলদের সত্যিকারের ফুলের মর্যাদা দিতে, তাঁদেরকে পরিপূর্ণভাবে ফুটতে, স্বপ্ন দেখতে, দেখাতে এবং তা বাস্তবায়নে সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে।

সৈয়দ মামুনুর রশীদ, চট্টগ্রাম, ২০/১০/২০০৭

লেখকের অন্যান্য লেখা প্রবন্ধ ও কবিতা পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন